চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:০৫.০৪.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চসিকের স্বাধীনতা বইমেলার আলোচনা সভায় ড. ইকবাল সরোয়ার
খাল, নালা দখল ও পুকুর জলাশয় ভরাটের ফলে জলাবদ্ধতা ও নগর দুর্যোগ বাড়ছে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর ড. ইকবাল সরোয়ার বলেছেন, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, খাল, নালা দখল ও পুকুর জলাশয় ভরাটের ফলে জলাবদ্ধতা ও নগর দুর্যোগ বাড়ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ড্রেন ও খালে পড়ে মৃত্যুর ঘটনাও নগর ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা তুলে ধরেছে।জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ঋতুচক্রে অস্বাভাবিক পরিবর্তন ইতোমধ্যে দৃশ্যমান। অতিরিক্ত গরম, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং শীতের প্রকৃতি বদলে যাওয়া এর প্রমাণ।রবিবার (৫ এপ্রিল) বিকেলে নগরীর কাজীর দেউরী জেলা স্টেডিয়াম সংলগ্ন জিমনেসিয়াম মাঠের বই মেলা মঞ্চে স্বাধীনতা বই মেলার আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে ১৯ দিন ব্যাপি বই মেলার ৬ষ্ট দিনে "দেশ ও মানুষকে বাঁচাতে হলে আগে পরিবেশকে বাঁচান" শীর্ষক এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বেতার ও টেলিভিশনের শিল্পী প্রিয়া চক্রবর্তী কনিকা ও মাজহারুল ইসলাম গান পরিবেশন করেন এবং চসিকের কায়সার নিলুফার কলেজ, কে বি দোভাষ স্কুল, ফতেয়াবাদ স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন।অনুষ্ঠানে ড. ইকবাল সরোয়ার বলেন, পরিবেশ নিয়ে গবেষণায় সাধারণত দুটি দর্শন অনুসরণ করা হয়, এনভায়রনমেন্টাল ডিটারমিনিজম (পরিবেশ নিয়ন্ত্রণবাদ) এবং এনভায়রনমেন্টাল পসিবিলিজম (সম্ভাবনাবাদ)। প্রথমটিতে পরিবেশ মানুষের জীবনধারা নির্ধারণ করে, আর দ্বিতীয়টিতে মানুষ প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করছে।তিনি বলেন, পরিবেশ রক্ষা করতে হলে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি জনসচেতনতা জরুরি। প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। পরিবেশ বাঁচলে দেশ ও মানুষ বাঁচবে, এই উপলব্ধি ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর জোর দেন তিনি। চসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ আলোচক ছিলেন সিটি মেয়রের জলাবদ্ধতা বিষয়ক উপদেষ্টা শাহরিয়ার খালেদ, চট্টগ্রাম পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক সোনিয়া সুলতানা, প্রাণ প্রকৃতির সম্পাদক শারুদ নিজাম, পরিবেশ ও মানবাধিকার সংগঠক জহির উদ্দিন মো. ইমরুল কায়েস। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন টিভি ও বেতারের আবৃতি শিল্পী প্রথিমা দাস। আলোচনা সভা শেষে চট্টগ্রাম সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম মহিউদ্দিন শাহ আলম নিপু, প্রজ্ঞালোক প্রকাশনীর উপদেষ্টা সম্পাদক ছড়াকার মরহুম এমরান চৌধুরী ও ঝিনুক প্রকাশনীর প্রতিনিধি মরহুম মোহাম্মদ বাবুলের মৃত্যুতে এক স্বরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদের সভাপতি শাহাব উদ্দিন হাসান বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ও প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

আনশিন জাপানের অনুষ্ঠানে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন
চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায় দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো কৃষি, তৈরি পোশাক ও প্রবাসী আয়, এই তিন খাতের ওপর নির্ভরশীল। তবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ওষুধশিল্প ও অর্ধপরিবাহী (সেমিকন্ডাক্টর) চিপ শিল্পসহ নতুন খাতগুলোতে গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্বে সেমিকন্ডাক্টর চিপের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে এবং বাংলাদেশ এ খাতে সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারে। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর অপরিহার্য বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
রবিবার (৫ এপ্রিল) দুপুরে চট্টগ্রাম থিয়েটার ইনস্টিটিউট হলে "বিশ্বমুখী হই, আমাদের সাথে" স্লোগানকে সামনে রেখে আনশিন জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং সেন্টার অ্যান্ড কনসালটেন্সির আয়োজনে জাপানে এপ্রিল ২০২৬ সেশনে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে ভিসাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য এক বিদায় সংবর্ধনা ও “ভিসা সফলতা উদযাপন” অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আনশিন জাপান কনসালটেন্সির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এম এম তারিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক ছিলেন ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. নাজিম উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসডিজি ইয়ুথ ফোরামের সভাপতি নোমান উল্লাহ বাহার, ওয়েল আপ টেকনোলজির পরিচালক বখতিয়ার হোসেন, নিপ্পন একাডেমির শিক্ষক শাহেদুল ইসলাম এবং যুব সংগঠক জসিম উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ।অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, জাপান শুধু পড়াশোনার দেশ নয়, এটি শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ ও সৃজনশীলতার পাঠশালা। শিক্ষার্থীরা সেখানে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ার পাশাপাশি দেশের সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবে বলে তিনি

আশাবাদ ব্যক্ত করেন।নগর ব্যবস্থাপনায় পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের ওপর জোর দিয়ে মেয়র বলেন, শহরকে পরিচ্ছন্ন ও সবুজ রাখতে বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। দৈনন্দিন প্লাস্টিক ও জৈব বর্জ্য পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে সার, বিদ্যুৎ ও বিকল্প জ্বালানি উৎপাদনের সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেন তিনি।বিদেশগমন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শুধুমাত্র কর্মসংস্থানের জন্য নয়, বরং উন্নত দেশের প্রযুক্তি ও দক্ষতা অর্জন করে তা দেশে প্রয়োগ করার মানসিকতা থাকতে হবে। এটাই প্রকৃত দেশপ্রেম। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, জাপানে গিয়ে অর্জিত দক্ষতা দেশের উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে।

অনুষ্ঠানে ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে মেয়র বলেন, ইংরেজির পাশাপাশি জাপানি, আরবি ও কোরীয় ভাষার দক্ষতা আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে। এ লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে কারিগরি ও ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি।সভাপতির বক্তব্যে এম এম তারিকুল ইসলাম বলেন, ভবিষ্যতের পথে এগোতে শৃঙ্খলা, অধ্যবসায় ও সততার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষার্থীদের এই মূল্যবোধ ধারণ করার আহ্বান জানান তিনি।মুখ্য আলোচক প্রফেসর ড. নাজিম উদ্দিন বলেন, জাপানের শিক্ষা ও গবেষণা পরিবেশ শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। দেশে ফিরে সেই অভিজ্ঞতা জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।অনুষ্ঠানের শেষপর্বে ভিসাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ফুলেল শুভেচ্ছা, ক্রেস্ট ও সম্মাননা প্রদান করা হয় এবং তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করা হয়।

চট্টগ্রামে প্রথমবার সাশ্রয়ী মূল্যে নিবিড় স্টেপ ডাউন আইসিইউ ইউনিট উদ্বোধনকালে মেয়র সংকটাপন্ন রোগীদের জীবন বাঁচাতে আইসিইউ সংখ্যা বাড়াতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রামে প্রথমবারের মতো সাশ্রয়ী মূল্যে “নিবিড় স্টেপ ডাউন আইসিইউ ইউনিট” উদ্বোধন উপলক্ষে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, করোনাকালে আইসিইউ সংকট যে ভয়াবহ বাস্তবতা সামনে এনেছে, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যৎ মহামারী মোকাবেলায় আইসিইউ সুবিধা বৃদ্ধি করা এখন সময়ের দাবি। এ ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাতকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। রোববার দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান অ্যাপোলো ইমপেরিয়াল হসপিটালস এ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে “নিবিড় স্টেপ ডাউন আইসিইউ ইউনিট” যা চট্টগ্রামে এই ধরনের প্রথম উদ্যোগ এবং সবচেয়ে সাশ্রয়ী মূল্যে আইসিইউ সেবা প্রদানের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে উন্মোচিত হয়েছে।স্টেপ ডাউন আইসিইউ (Step-down ICU) হলো এমন একটি বিশেষায়িত চিকিৎসা ইউনিট, যেখানে গুরুতর অবস্থার রোগী প্রাথমিক সংকট কাটিয়ে ওঠার পরও নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও আংশিক আইসিইউ সাপোর্টের প্রয়োজন হলে রাখা হয়। এটি পূর্ণাঙ্গ আইসিইউ-এর তুলনায় কম জটিল হলেও সাধারণ ওয়ার্ডের চেয়ে বেশি উন্নত সুবিধাসম্পন্ন—এখানে রোগীদের মনিটরিং, অক্সিজেন সাপোর্ট, ওষুধ ব্যবস্থাপনা এবং চিকিৎসকের নিবিড় তত্ত্বাবধান অব্যাহত থাকে। ফলে রোগী ধীরে ধীরে সুস্থতার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় কম খরচে নিরাপদ চিকিৎসা সেবা পাওয়া সম্ভব হয়।এই ইউনিটে মাত্র সাড়ে ৪ হাজার টাকায় আইসিইউ বেড সুবিধা সহ অত্যন্ত কম খরচে সকল আইসিইউ সেবা চালু করা হয়েছে, যা চট্টগ্রামের মধ্যে সর্বনিম্ন খরচের আইসিইউ সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে । এই উদ্যোগের ফলে সাধারণের জন্য উন্নত মানের আইসিইউ সেবা আরো সহজলভ্য হবে।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. জাহাঙ্গীর আলম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাপোলো ইমপেরিয়াল হসপিটালস এর চেয়ারম্যান ওয়াহেদ মালেক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাফিদ নবী, ডা. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকগণ, হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হেলাল উদ্দিন এসিএ এফসিসিএ, চিফ মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোহাম্মদ ফজলে আকবর চৌধুরী, বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও কর্মকর্তা কর্মচারীরা।অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, করোনাকালে আইসিইউর অভাবে রোগীদের যে হাহাকার আমরা দেখেছি, তা আমাদের জন্য বড় শিক্ষা। ভবিষ্যতে যেকোনো মহামারী বা স্বাস্থ্যসংকট মোকাবেলায় আইসিইউ সুবিধা বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। সংকটাপন্ন রোগীদের জীবন রক্ষায় এ ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতকে একযোগে কাজ করতে হবে।“চট্টগ্রামবাসীর জন্য সুলভ মূল্যে এমন আধুনিক স্টেপ ডাউন আইসিইউ সেবা চালু হওয়া সত্যিই একটি সময়োপযোগী ও মানবিক উদ্যোগ। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ উন্নত ও নিবিড় চিকিৎসা আরও সহজে গ্রহণের সুযোগ পাবে। এপোলো ইম্পেরিয়াল হসপিটালস-এর এই উদ্যোগ নগরীর স্বাস্থ্যসেবায় নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে এবং জনসেবায় একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।”সিভিল সার্জন ডা. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, সুলভ মূল্যে স্টেপ ডাউন আইসিইউ সেবা চালু হওয়া চট্টগ্রামের স্বাস্থ্যসেবার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, যা সাধারণ মানুষের জন্য নিবিড় চিকিৎসা আরও সহজলভ্য করবে।হাসপাতালের চেয়ারম্যান ওয়াহেদ মালেক বলেন, অ্যাপোলো ইমপেরিয়াল হসপিটালস -এর লক্ষ্য সবসময়ই সুলভ মূল্যে বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। কোভিড আমাদের শিখিয়েছে, অর্থ নয়, সময়মতো চিকিৎসাই জীবন বাঁচায়। সেই উপলব্ধি থেকেই চট্টগ্রামবাসীর জন্য স্বল্প খরচে স্টেপ ডাউন আইসিইউ সেবা চালু করেছি, যাতে প্রয়োজনের সময় সবাই সহজে নিবিড় চিকিৎসা পেতে পারেন।হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল যে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্বল্প খরচে উন্নত আইসিইউ সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের জন্য একটি বড় স্বস্তি হিসেবে কাজ করবে।এ প্রসঙ্গে হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) বলেন, অ্যাপোলো ইমপেরিয়াল হসপিটালস, চক্ষু হাস্পাতাল ট্রাস্ট এবং চট্টগ্রামের স্বনামধন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একটি সমন্বিত উদ্যোগ। যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে চট্টগ্রামবাসীকে সুলভ মূল্যে বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা। তারই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস হচ্ছে নিবিড় স্টেপ ডাউন আইসিইউ সেবা।চিকিৎসা সেবার মান বজায় রেখে সাশ্রয়ী খরচে সেবা প্রদান করাই এই ইউনিটের মূল লক্ষ্য ছিল বলে সংশ্লিষ্টরা উল্লেখ করেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে অ্যাপোলো ইমপেরিয়াল হসপিটালস পুনরায় প্রমাণ করেছে যে, তারা বিশ্বমানের চিকিৎসাসেবা সাশ্রয়ী মূল্যে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮